যুগান্তর

তারিখ ...03 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...১...

সম্পাদকীয়

শাবিপ্রবিতে শিক্ষক লাঞ্ছনা

সমস্যার মূলে দৃষ্টি দেয়া দরকার

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়ে ১০ শিক্ষককে আহত করেছে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এর মাধ্যমে ছাত্রলীগ তার বেপরোয়াপনার আরেক নজির স্থাপন করল। টেন্ডারবাজি থেকে শুরু করে হল দখল, হল জ্বালিয়ে দেয়া, শিক্ষার্থী পেটানো—দেশব্যাপী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের এসব কাজের সঙ্গে মানুষ আগে থেকেই পরিচিত। তাদের সহিংসতা এমনই দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে যে, তারা নিজেদের মধ্যেও হানাহানিতে লিপ্ত হয় প্রায়ই।

রোববার শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত শিক্ষক মাটিতে পড়ে গিয়েও রেহাই পাননি, তার ভাগ্যে উপর্যুপরি জুটেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের লাথি! তাদের হামলার শিকার হয়েছেন অধ্যাপক ইয়াসমিন হকও। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালানোর সময় দিয়েছে 'জয় বাংলা' স্লোগান! লজ্জায়-ক্ষোভে-অপমানে দেশবরেণ্য শিক্ষক, লেখক অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেছেন, "যে ছাত্ররা শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়েছে, তারা আমার ছাত্র হয়ে থাকলে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাওয়া উচিত।' বলেছেন, 'জয় বাংলা স্লোগানের এত বড় অপমান তিনি তার জীবনে দেখেননি। এই জঘন্য ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই আমরা।

দেশের চারটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে অস্থিরতা। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন বেশ কিছুদিন ধরেই। এই দাবিতে তারা এর আগে পদত্যাগ করেছিলেন। তাদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল, বিষয়টির সুরাহা হবে। কিন্তু হয়নি। কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য, উপউপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের ত্রিমুখী দ্বন্দ্বে অস্থির। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারপন্থী শিক্ষকরাই ক্ষুব্ধ ছাত্রলীগের এক নেতাকে নিয়োগ দেয়ার প্রতিবাদে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে তালা লাগিয়ে দিয়েছে ছাত্রলীগ। সেখানে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে দু'জন গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ঘটনার বিচারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে তালা লাগিয়ে ক্লাস পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেয়া হয়েছে।

বস্তুত নৈরাজ্য, অরাজকতা ও নির্লজ্জতার অপর নাম হয়ে উঠেছে ছাত্রলীগ। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রত্যক্ষভাবে লাঞ্ছনাকারী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তিন নেতা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ঘটনার সঙ্গে তাদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। হামলার ঘটনাটি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নয় বলেও তারা জানিয়েছেন। একই সুরে কথা বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও। অন্যদিকে অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল আন্দোলনরত শিক্ষকদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, 'এ ভিসি যোগ দেয়ার পর আমি তার সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ আমি দেখেছি তিনি মিথ্যা কথা বলেন। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলেন, তার সঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সংঘটিত এ ধরনের ঘটনার মূলে রয়েছে উপাচার্য ও শিক্ষক নিয়োগে রাজনীতিকরণ। বিশেষ করে যেভাবে রাজনৈতিক আনুগত্যের বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়, তাতে তাকে তার পদে টিকে থাকার জন্য প্রায়ই সরকারসমর্থিত ছাত্র সংগঠনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ থেকে প্রায়ই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, অনেক সময় যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ইতিপূর্বে বুয়েট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনটি দেখা গেছে। সবশেষ প্রায় একই ঘটনা ঘটল শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ছাত্র ও শিক্ষকদের দলীয় লেজুড়ভিত্তিক রাজনীতির অবসান ছাড়া এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়ানো যাবে বলে মনে হয় না। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পর সংশ্লিষ্টদের টনক নড়বে, এটাই কাম্য।